যায়যায়দিন

তারিখ 27 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ভিসির অনুমতিতে চবির মসজিদে শিবিরের সভা

চট্টগ্রাম অফিস।

উপাচার্যের অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে সভা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির, যা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রশ্ন উঠেছে।

উপাচার্য বলছেন, ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের জন্য তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন, যদিও ওই অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক সভার মতোই শিবিরের দু'জন কেন্দ্রীয় নেতা বক্তব্য রাখেন।

ধর্মীয় শিবিরের : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিবিরের : চবির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার না করতে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রশিবিরকে এই অনুমতি দিয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর সোমবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ ব্যবহার করে শিবির, যে সংগঠনটির বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে সংগঠনে ইস্যু দেয়ার অভিযোগ সরকারি দলের নেতাদেরই।

মসজিদে শিবিরের অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. খান তৌহিদ ওসমান বলেন, উপাচার্যের সম্মতি থাকায় শিবিরকে অনুমতি দেয়া হয়।

তিনি বলেন, 'গত ২১ আগস্ট উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে শিবিরের নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ঈদ পুনর্মিলনী করার অনুমতি চায় তারা। উপাচার্য সীমিত পরিসরে মসজিদের ভেতর তা করার জন্য সম্মতি দেন।'

মসজিদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিবিরের সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী কয়েকজন শিক্ষক বলেন, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যখন জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে, তখন প্রশাসনের এই পদক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তারা।

বেশ কিছুকাল আগে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সেই নিষেধাজ্ঞা এখনো রয়েছে স্বীকার করে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর বলেন, 'তবে তা অনেক সংগঠনই মানে না।'

অনুষ্ঠানের বিষয়ে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় দুই নেতার উপস্থিতিতে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়েছে।

শিবিরের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাইফুল সাইদ এবং মানবসম্পদ ও উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক বদিউল আলম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বলে তিনি জানান।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেছেন, ঈদ পুনর্মিলনীর জন্য অনুমতি দেয়া হলেও কেন্দ্রীয় নেতার থাকার বিষয়টি তাকে তখন জানানো হয়নি। শিবিরকে কেন মসজিদে অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হল- জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিবির ক্যাম্পাসে বড় ধরনের অনুষ্ঠান করার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনা করে এবং ক্যাম্পাসে অনাকাঙ্ক্ষিত অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এড়াতে তাদের মসজিদে ছোট পরিসরে অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয়।